কালের কণ্ঠ

তারিখ 10 NOV 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৯

লেকহেড গ্রামার স্কুল

কর্তৃপক্ষের জঙ্গি সম্পৃক্ততার শিকার ১১৩০ শিক্ষার্থী!

হাইকোর্টে রিট

এস এম আজাদ ▷

অভিজাত ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান লেকহেড গ্রামার স্কুলের ১২ জনের মতো শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ প্রায় অর্ধশত ব্যক্তির বিরুদ্ধে জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ ওঠায় প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। লেকহেডের সংশ্লিষ্ট কয়েকজন গ্রেপ্তার, নিহত হওয়া এবং পলাতক থাকায় কয়েক বছর ধরে প্রতিষ্ঠানটি ছিল সমালোচনার মুখে। এবার কর্তৃপক্ষের জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার সরাসরি শিকার হয়েছে প্রতিষ্ঠানটির ১১৩০ শিক্ষার্থী। শিক্ষাবর্ষের মাঝপথে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সন্তানদের নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন অভিভাবকরা। আর এই সমস্যাকে পুঁজি করে বিতর্কিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি ফের চালু করার পাঁয়তারা করছে কর্তৃপক্ষ। এ জন্য কয়েকজন অভিভাবককে সঙ্গে নিয়ে হাইকোর্টে তিনটি রিট আবেদন

▶▶ পৃষ্ঠা ৯ ক. ১

কর্তৃপক্ষের জঙ্গি সম্পৃক্ততার শিকার —

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

করা হয়েছে। ওই স্কুলের ১২ শিক্ষার্থীর অভিভাবক এবং এক মালিক খালেদ হাসান মতিনের পক্ষে আইনজীবী রাসনা ইমাম গতকাল বৃহস্পতিবার স্কুলটি বন্ধ করা সংক্রান্ত আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিটগুলো করেন। প্রাথমিক শুনানি শেষে স্কুল খুলে দিতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট।

অভিভাবকদের কেউ কেউ বলেছেন, হঠাৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হওয়ায় শিশুদের লেখাপড়ায় ভীষণ ব্যাঘাত ঘটছে। অভিভাবকদের আরেকটি অংশ শিক্ষার্থীদের ক্ষতির জন্য কর্তৃপক্ষের জঙ্গি সংশ্লিষ্টতাকে দায়ী করে ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানায়। তবে শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা বলছেন, সাময়িক সমস্যা হলেও একটি স্কুল বন্ধ হওয়ায় শিক্ষার্থীদের তেমন কোনো সমস্যা হবে না। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, আশপাশের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে এসব শিক্ষার্থীর ভর্তির ব্যাপারে সহায়তা করা হবে।

জানা গেছে, ২০০০ সালে সীমিত পরিসরে চালু হওয়ার পর ২০০৬ সালে ধানমন্ডি ও গুলশান ক্যাম্পাসে কার্যক্রম বাড়ায় লেকহেড। তবে প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসন ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ ওঠার পর অর্থাৎ গত তিন-চার বছরেই সেখানে শিক্ষার্থী বেড়েছে। কয়েকজন ভুক্তভোগী অভিযোগ করেন, প্রশাসন স্কুলটি যেন বন্ধ করতে না পারে, এ কারণে কৌশলে শিক্ষার্থী বাড়িয়েছে লেকহেড স্কুল।

জঙ্গি কার্যক্রমে পৃষ্ঠপোষকতা, ধর্মীয় উগ্রবাদে উৎসাহ দেওয়াসহ কয়েকটি অভিযোগে গত সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঢাকায় লেকহেড গ্রামার স্কুল বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। পরদিন মঙ্গলবার ঢাকা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইলিয়াস মেহেদী ওই স্কুলে গিয়ে স্কুলটি সিলগালা করে দেন।

গতকাল তিনটি রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে লেকহেড গ্রামার স্কুল খুলে দিতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই স্কুলের শিক্ষার্থীদের সব ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না এবং স্কুলটির গুলশান ও ধানমণ্ডি শাখা বন্ধের সিদ্ধান্ত কেন আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চাওয়া হয়েছে। আগামী ১২ নভেম্বর পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ দস্তগীর হোসেন ও বিচারপতি মো. আতাউর রহমান খানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল এ রুল জারি করেন। শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্রসচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব, ঢাকার জেলা প্রশাসক এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

রিট আবেদনে অংশ নেওয়া ১২ অভিভাবকের একজন পল্টনের বাসিন্দা ব্যবসায়ী মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমার এক ছেলে রায়হানুল রহমান সপ্তম শ্রেণিতে এবং ছোট ছেলে মোসাইদ বিন মোস্তাফিজুর কেজি ওয়ানে পড়ে। বড়টার এক সপ্তাহ পরে পরীক্ষার কথা ছিল। ছোট ছেলে প্রতিদিন সকালে উঠে স্কুলে যেতে চায়। ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল জুলাই থেকে জুন সেশনে চলে। বছরের মাঝখানে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমরা ঝামেলায় পড়েছি। আর জঙ্গি বলে আখ্যা দেওয়া এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অন্য প্রতিষ্ঠানে সহজেই কী